দৈনিক সংবাদ

C30

তারিখ 13 NOV 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

কুমিল্লায় দশ হাজারেরও বেশী ছাত্র পাঠ্য পুস্তক পায়নি

॥ নূরুর রহমান ॥

কুমিল্লা, ১২ই নভেম্বর।-- জেলার ৭টি উপজেলার ১০ হাজার ৮২৪ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবছর পাঠ্যপুস্তক পায়নি। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার কথা; কিন্তু শিক্ষাবর্ষের শেষ পর্যায়ে এসেও পাঠ্যপুস্তক না পাওয়ার কারণ জানা যায়নি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযারী এবছর সদর উপজেলায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬২ হাজার ৬৮৭ জন। পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়েছে ৬১ হাজার ৬শ সেট। অর্থাৎ ১ হাজার ৮৭ জন ছাত্রছাত্রী বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পায়নি। দেবীদ্বার উপজেলার ১ হাজার ৩৭১ জন ছাত্রছাত্রী বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পায়নি। এই উপজেলায় এ বছর পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়েছে ৪২ হাজার ৬শ ৬ সেট; কিন্তু ছাত্র সংখ্যা হলো ৪৩ হাজার ৩৭৭ জন। নাঙ্গলকোট উপজেলায় ছাত্রসংখ্যা যেখানে ৩৩ হাজার ৮৯৬ জন, সেখানে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে ৩২ হাজার ৫৫৫ সেট। অর্থাৎ ১ হাজার ৩৪১ জন ছাত্র-ছাত্রী বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। বরুড়া উপজেলায় এ বছর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪১ হাজার ৩৫২ জন। পুস্তক বিতরণ করা হয়েছে ৩৪ হাজার ৩৬৫ সেট। ফলে এই উপজেলার ৬ হাজার ৯৮৭ জন ছাত্রছাত্রী বিনামূল্যে তাদের পাঠ্যপুস্তক পায়নি। বুড়িচং উপজেলায় এ বছর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৪ হাজার ৩২৫ জন। পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে ৩৪ হাজার ২৭টি। ফলে ১৯৮ জন ছাত্রছাত্রী বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় এবছর ৮০ জন ছাত্রছাত্রী বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক পায়নি। এবছর এই উপজেলায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে ২৩ হাজার ৫২০ জন। পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে ২৩ হাজার ৪৪০ সেট। লাকসাম উপজেলায় এবছর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬১ হাজার ১৫২ জন। পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয় ৬০ হাজার ৩শ ৫ সেট। ফলে ৮শ ৪৭জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী তাদের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে পায়নি। পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ কম থাকায় ছাত্রছাত্রীরা পায়নি বলে জানা গেছে।

Even those pupils who somehow
these tri... lower st...
when th... higher
tions to... ir feet